

আমাদের সমস্যা

রোববার ১৬ মার্চ ২০১৪ ■ ২ চৈত্র ১৪২০

First Page

ইউআইটিএসের সমাবর্তনে ডা. মাহাথির গণতন্ত্রে নির্বাচন বয়কট কোনও সমাধান নয়

বিশেষ প্রতিনিধি •

গণতন্ত্রে নির্বাচন বয়কট কিংবা ফলাফল বর্জন কোনও সমাধান নয় বলে মন্তব্য করেছেন মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডা. মাহাথির বিন মোহাম্মদ। তিনি বলেন, নির্বাচনে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলনই ঘটাতে হবে। জেতাতে হবে দেশকে। আমরা সংসদের আলোচ্যবিষয়কে রাস্তায় টেনে নিতে পারি না। গতকাল শনিবার ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের (ইউআইটিএস) দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে নির্ধারিত বক্তৃতার পর

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৫



গণতন্ত্রে নির্বাচন বয়কট কোনও সমাধান নয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ডা. মাহাথির মিট দ্য প্রেসে সাংবাদিকদের একথা বলেন।

মাহাথির বিন মোহাম্মদ বলেন, বাংলাদেশের জনগণই নির্ধারণ করবে রাজনীতি কোন পথে যাবে। রাজপথে বিক্ষোভের মাধ্যমে কোনও দেশ উন্নতি করতে পারে না।

মালয়েশিয়ার সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি এবার ৫ জানুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনে না গিয়ে ভুল করেছে কি না? উত্তরে স্মিত হেসে ডা. মাহাথির কোনও দলের নাম উচ্চারণ না করে বলেন, গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের মধ্যে ইউরোপীয় চিন্তার প্রভাবই বেশি। কেউ হারবে, কেউ জিতবে, এটাই নিয়ম। এর বাইরে কিছু নেই।

ডা. মাহাথির মোহাম্মদ বলেন, যে-কোনও দেশের উন্নতির জন্য স্থিতিশীল পরিস্থিতির প্রয়োজন। রাজনৈতিক অনৈক্য ও অস্থিতিশীলতা থাকলে অমিত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অগ্রগতি সম্ভব হয় না। ডা. মাহাথির বলেন, রাজপথে বিক্ষোভ করে কোনও সরকারকে সরানো হলে যারা পরবর্তী সময়ে ক্ষমতায় যাবে, তাদের ক্ষেত্রেও একই পরিণতি হবে। কোনও নির্বাচনেই সব পক্ষ জয়ী হয় না। যারা নির্বাচনে পরাজিত হয়, তাদের ধৈর্য ধরতে হবে। অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত।

মালয়েশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকার

পরও বাংলাদেশিরা কেন তার দেশে গিয়ে ভোগান্তি ও প্রতারণার শিকার হয়? একজন সাংবাদিকের এই প্রশ্নের উত্তরে ডা. মাহাথির বলেন, দেখুন, পৃথিবীর সব দেশেই ভালো ও মন্দ লোক আছে। মালয়েশিয়ায় তারপরও ৩০ লাখ বিদেশি কাজ করছেন। আমাদের কিছু সমস্যা হচ্ছে ইন্দোনেশীয় শ্রমিক নিয়েও, সরকার চেষ্টা করছে বিদেশি দক্ষ শ্রমিকদের জন্য কাজের আরও সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে।

পর্যটন খাত এখন মালয়েশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত, তার নেতৃত্বেই পর্যটন খাতের দৃঢ় ভিত্তি রচিত হয়েছিল। কিন্তু কীভাবে? এ প্রশ্নের উত্তরে ডা. মাহাথির বলেন, মূল চালিকাশক্তি হল স্থিতিশীল পরিবেশ ও আতিথেয়তা। এ দুটি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হলেই পর্যটকরা পছন্দসই স্থানে বেড়াতে চায়। মালয়েশিয়ার অপরূপ দৃশ্যাবলি, আতিথেয়তা ও স্থিতি অগণিত মানুষকে কাছে টানতে পেরেছে। আর কোনও মিরাকল এতে ছিল না। বাংলাদেশও তার এতিহ্য তুলে ধরে এ খাতে পর্যটক টানতে পারে।

এ সময় ইউআইটিএসের ট্রাস্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান সূফী মিজানুর রহমান চৌধুরী, উপাচার্য ডা. এম সামাদ, ট্রাস্টিবোর্ডের সদস্য মোহাম্মদ মোহসিন চৌধুরী, মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।